সমস্থ নূর সুহৃদগণের প্রতি উস্তাদ বদিউজ্জামানের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেকার শেষ দারস.

আমার প্রান প্রিয় ভাইগন!

আমাদের দায়িত্ত হল পজেটিভ বা ইতিবাচক চলাফেরা করা, নড়াচড়া করা। নেগেটিভ বা নেতিবাচক বিচলন আমাদের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঈমানের খেদমত করা হল আমাদের লক্ষ উদ্যেশ্য, আল্লাহ্‌র কাজ কি ? ঐ দিকে নিজেদেরকে মিক্স বা মিশ্রিত করা আমাদের চিন্তার বিষয় নহে, এটা তিনি-ই বেশী ভাল জানেন। আমরা নিজেদের হেফাজত ও রক্ষা করার ফলাফল বহন করে ঈমানের খেদমতের ভিতরে; প্রত্যেকটি সমস্যার বিপরীতে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার প্রতি মুখাপেক্ষী। যেমন-

আমি নিজের ক্ষেত্রে উদাহারন স্বরূপ বলচ্ছি যে, আমি পূর্ব থেকেই আগত এই দুনিয়ার পক্ষ থেকে সকল চাপ ও আমাকে নিম্নগামী করে এমন আচরণের বিপরীত নাক ছিটকাইনাই। আমার জীবনে আগত অনেক অনেক চাপাচাপিকে আমি বহন করেছি, মাতা পেতে নিয়েছি, এর অনেক দৃষ্টান্ত প্রমাণিত রয়েছে। উদাহারন হিসেবে যেমন- রাশিয়ায় কামান্ডারের প্রতি পা উত্তোলন না করাটা; রাষ্ট্রীয় সিকিউরিটি সৈন্য সম্পর্কিত ফাঁসির ধমকির বিখ্যাত মামলার সম্মুখে পাশাদের যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন সমূহের বিপরীতে পাঁচ টাকার মূল্যও আমি দেই নাই এমন অনেক মামলার ন্যায়, এই জাতীয় অনেক ব্যাপার গুলো সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু এর পরে এই ত্রিশ বছর যাবৎ ইতিবাচক আচরণ করাটা, নেতিবাচক গতিভেদ না করার এবং এলাহির কর্ম পদক্ষেপে নিজেকে না জড়ানোর হাকিকাতের কারনে; আমার বিপরীতে উত্তাপিত মামলা, হিংসাপর সকল কিছুর বিপরীতে আমি ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চিত্তে আমি মুকাবেলা করেছি।

হযরত জিরজিস আঃ (তারিখে তাবারি,২/১৮৬) এর ন্যায়, বদর, উহুদের ময়দানে সীমাহীন কষ্ট ভোগের ন্যায় ধৈর্য ও আনত নয়নে গ্রহণ করে জীবন পার করেছি।

হাঁ , এই একাশিটি অপরাধকে অন্যায়ভাবে উপস্থাপনকারী, সায় প্রধান কারী বিচারককে এমন মামলায় আমি নিজেকে মিথ্যা প্রমান করার সাথে আমার উপর জুলুমের ফয়সালাকারীদের বিপরীতে বদদোয়া ও আমি করেনি। তার এক মাত্র আসল ব্যাপার ও কারণ হল এই যুগে আধ্যাত্মিক জিহাদ করে যাওয়া জরুরী। এই ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের সম্মুখে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা বাঁধ তৈরি আবশ্যকীয়। এর মাধ্যমে আমাদের ভিতরকার সমস্থ কষ্ট সহিষ্ণুতাকে সমগ্র শক্তি দিয়ে নিজেদেরকে সাহায্য করা উচিৎ। অবশ্যই আমাদের এই সংগ্রামি পথে শক্তি আছে। কিন্তু এই শক্তিকে, ভিতরকার অস্থিতিশিল পরিস্থিতিকে হেফাজত করার ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা অত্যান্ত জরুরী। “ ওলা তাযিরু ওয়াযিরাতুন ওয়িয্রা উখ্রা ” আলোচ্য বিধানের সাথে বোধগম্য যে, কোন অপরাধীর প্রানের কারনে; তার ভাইকে, পরিবারকে, তার শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধী করা যায় না। এই কারনে, আমি আমার সারাটি জীবনে সমগ্র শক্তি দিয়ে সার্বজনীন ভাবে ভিতরকার হেফাজতের জন্যে উৎসর্গী হয়েছিলাম। এই শক্তি আমাদের ভিতরকার উম্মতের বিরুদ্দে ব্যাবহার নহে, বরং বাহির থেকে আগত আক্রমনের থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ব্যাবহার করা যেতে পারে। উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষার দ্বারা আমাদের দায়িত্ত হল; ভিতরকার সমস্থ সমস্যাবলিকে আমাদের সার্বিক শক্তি দিয়ে হেফাজতের লক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়ানো ও আমরা এটাই করতে হবে। এই কারনেই তো আমাদের ইসলামী দুনিয়াটা ঐ ভাবে হেফাজত থেকেছিল এবং ভিতরকার ফিতনা, অশান্তি হাজারে এক পার্সেন্টে নেমে এসেছিল। এটাও কৌশলগত গবেষণার ফলাফলে উন্নীত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক জিহাদের সব চেয়ে বড় শর্ত হল; এলাহির ফয়সালার সাথে না জড়ানো যে, আমাদের কাজ হচ্ছে খেদমত করা; ফলাফল মহান রবের হাতে সংশ্লিষ্ট, আমরা তো আমাদের দায়িত্ত আদায় করাতে বাদ্য ও মজবুর।

আমিও জালালুদ্দিন হারজামশাহ এর ন্যায় বলছি, আমাদের দায়িত্ত ঈমানের খেদমত করা, উপযোগিতা, বিজয়ী করা না করা এটা মহান রবের দায়িত্ত। এভাবে চিন্তা করে এখলাসের সাথে বিচলন করাটা আমি কোরআনের কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছি।

বাহিরের পক্ষ থেকে আগত আক্রমনের বিপরীত মজবুত ভাবে মুকাবেলা করা জায়েয। কারণ দুশমনের মাল, সন্তান-সন্ততি গনিমতের হুকুমে আনিত। কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা এরকম নহে, ভিতরের সমস্যাবলিকে ইতিবাচক পন্থায় আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর বিপরীতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও এখলাসের সাথে করতে হয়। বাহিরের সাথে জিহাদ আলাদা ও ভিতরের জিহাদ সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। এখন লক্ষ লক্ষ সুহৃদগণকে মহান আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন, আমাদের কাজ হল আমাদের সমস্থ শক্তি দিয়ে বড়জোর ভিতরকার সমস্যাবলিকে হেফাজতের জন্যে ইতিবাচক পন্থায় এগিয়ে যেতে হবে, সমাধান করতে হবে। এই যামানায় ভিতরের ও বাহিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক জিহাদকে বুঝতে পারাটা অনেক অনেক বড় এক ব্যাপার।

আরেকটি ব্যাপার বলি, এটাও অপরিসীম গুরুত্তপুরক। কোরআনের বিধান অনুসারে, এই যামানায় মিমহীন এই মাদানিয়াতের, আধুনিকতার, সভ্যতার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দৈনিক জীবনের প্রয়োজনের নামে জরুরতের নামে মানুষ চারটি জরুরতকে বিশটিতে উপনীত করে নিয়েছে। মন্দ অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছে, অপ্রয়োজনীয়তাকে খাসলতে রুপান্তর করে নিয়েছে। যেখানে আখেরাতের উপর ঈমান রেখেছে আবার "জরুরত রয়েছে" বলে জরুরতের ধারনার সাথে দুনিয়ার এই ক্ষনস্থায়ি খাবার-দাবার, চলা-ফেরা, লাভ-লোকসানকে জরুরত জরুরত বলে ঈমান রাখা আখেরাতের স্থলে দুনিয়াকে গুরুত্ত দিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, প্রাধান্য দিচ্ছে।

চল্লিশ বছর পূর্বে, একজন জেনারেল আমাকে দুনিয়ার সাথে জীবন যাপনে অভ্যস্থ করানোর লক্ষে বেশ কিছু কামান্ডারদেরকে, এমনকি বেস কিছু হজাদেরকে আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তারা আমাকে বলিলেন যে, "আমরা এখন দুনিয়ার প্রতি অনুগত হতে বাদ্য – ইন্নায যারুরাতি তুবিহুল মাহযুরাত – আলোচ্য কায়দার ধর্মানুসারে ইউরোপের কিছু নিয়ম-নীতিকে সভ্যতার নিরিখে সাড়া দিতে,তাক্লিদ করতে আমরা মজবুর হয়ে গেছি"। আমিও তাদেরকে বলিলাম যে, আপনারা সীমাহীন ধোঁকার ধুম্রজালে পরে গিয়েছেন ও নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছেন। জরুরত যদি মন্দ ইচ্ছার থেকে আগত হয়, তাহলে অকাঠ্যভাবে এটা সঠিক নহে; হারামকে হালাল করতে পারবে না। আর যদি মন্দ পুষ্টতা থেকে না আসে অর্থাৎ জরুরত হারাম পথের বাহক যদি না হয়, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন- কোন ব্যাক্তি, অনিষ্টতার নিয়তে হারামের মাধ্যমে (মদ, হিরুইন) যদি নিজেকে মাতাল করে এবং এই মাতলামির কারনে যদি সে কাউকে হত্যা করে; তাহলে তার উপর হত্যাকারী হিসেবে হুকুম সাব্যস্থ হবে, এটাকে মা'জুরিয়ত বা অপারগতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে না, সে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কারণ হল- মন্দ ইচ্ছার দ্বারা এই জরুরতটাকে সে অস্থিত্তে, ময়দানে, বাস্থবে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন পাগল শিশু যদি আকৃষ্টতার ধরুন কাউকে এমন করে তাহলে এটা হত্যা বিবেচিত হবে না, মা'যুর হবে। শাস্তিতুল্য নহে, কারণ শিশুর কৃত হত্যা ইচ্ছার সুস্থ অন্তরালে ঘটেনি। সুতরাং আমিও ঐ কামান্ডারদের ও হুজুরদেরকে বলিলাম যে, খাবার-দাবার, জীবন যাপনের ন্যায় প্রয়োজনের বাহিরে আর কি-ইবা জরুরত রয়েছে যে, মন্দ ইচ্ছার দ্বারা অন্যায় ও নিশেদজ্ঞ, শরীয়তের বিধানের বাহিরে গিয়ে এবং হারামের পথে হেঁটে জন্ম গ্রহণকারী, বেহুদা প্রয়োজনীয়তা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতে পারে না। অপর দিকে সিনেমা, থিয়েটার, ড্যান্স এর ন্যায় অনেক বিষয়াদি মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে বলার বাহানার গ্রহণীয়তা এই জন্যে নহে যে, এটা সর্বসাকুল্য, বাধাহীন প্রয়োজনের, মুতলাক জরুরতের থেকে না হওয়ার ধরুন এবং এমন সব কিছু নোংরামি মন্দ ইচ্ছার

থেকে আগত হওয়ার কারনে, এগুলোর হারামকে হালাল করার কোন উপযুক্ত কারণ হতে পারে না। মানুষের তৈরি আইন কানুন এই ব্যাপারটাকে এমন ভাবে গ্রহণ করেছে যে, ইচ্ছার বাহিরে অকাট্য জরুরতের সাথে, মন্দ ইচ্ছা থেকে আগত হুকুম ও আদেশের মুখাপেক্ষীতা গ্রহণ করেছে। ঠিক এর বিপরীত এলাহি আইন কানুনে, আরও ভিত্তি পূর্ণ ও সূক্ষ্ময় নিতিমালার দৃষ্টিতে এটাকে পার্থক্য করেছে, প্রমাণিত করে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছে , , , , , , , । (এমিরদাগ ২৪১)